নচিকেতা সিডনী নাচিয়ে গেল প্রসঙ্গে কিছু কথা

যুথিকা বড়ুয়া

সম্প্রতি সিডনী থেকে প্রকাশিত "কর্ণফুলী" আর্ন্তজাল পত্রিকার সম্পাদক বনি আমিন সাহেবের "নচিকেতা সিডনী নাচিয়ে গেল" শীর্ষক লেখাটিতে আনন্দ-বেদানা সহ ক্ষোভ এবং অসন্তোষজনক কিছু মন্তব্য প্রকাশ পেলেও উক্ত অনুষ্ঠানটির আয়োজকগণ কিংবা সংশ্লিষ্ট সংগঠনটিকে জানাই আমার আন্তরিক অভিনন্দন এবং ধন্যবাদ। তার কারণ হলো, সিডনীস্থ সঙ্গিত প্রেমী সকল বাঙালী ভাই-বোনদের একটি মনোজ্ঞ সঙ্গিত সন্ধ্যা উপহার দেবার জন্য আয়োজকগণ আর্থিক দিক দিয়ে খানিকটা কার্পণ্যতা করলেও এযুগের জীবনমুখী প্রখ্যাত গায়ক এবং একজন মৌলিক গীতিকার ও সুরকার শ্রীমান নচিকেতা চক্রবর্তীর একাধারে গান ও তাঁর রসালো উপস্থাপনায় মোহাবিষ্ট হলভর্তি সকল দর্শক-শ্রোতাদের যে অনাবিল আনন্দ ও পরিপূর্ণ তৃপ্তি দিয়ে গেছেন, সেটিই আয়োজকদের সবচেয়ে বড় সাফল্য এবং মূল বিষয়। শুধু তাই নয়, এটি একটি অবিস্মরণীয় সঙ্গিতসন্ধ্যা হয়ে সকল সঙ্গিত পিপাষুদের হৃদয়পটে বহুদিন স্মৃতিবদ্ধ হয়ে থাকবে বলে আমার বিশ্বাস। যদিও এর প্রত্যক্ষ সাক্ষী আমি নই কিন্তু তা বলার অপেক্ষা রাখেনা। কারণ এপার ওপার দুইবাংলা সহ বহির্বিশ্বের সকল বাঙালি ভাই-বোনদের হৃদয়জয়ী এবং এযুগের জীবন্ত কিংবদন্তী গায়ক নচিকেতা আজ বিশ্বব্যপী বঙ্গভাষীদের কাছে একনামে পরিচিত। তাঁকে কোন গরীবের জলসাঘরে বা কোন অডিটোরিয়ামে উপস্থাপন করা হলো না হলো, তাঁকে কতটুকু সম্মানিত করা হলো, তা নিয়ে সমালোচনা করে আয়োজকদের অপারগতা কিংবা অক্ষমতাকে অপরাধের দাড়িপাল্লায় বিবেচিত করে তাদেরকে অপদস্থ নাইবা করলেন! আপনার মতে "গান হোক যথা তথা, শিল্পী হোক ভালো।" প্রকৃতপক্ষে সমগ্র শ্রোতাদের এটিই মূলকথা। তবে প্রতিটি শ্রোতা এবং দর্শকদের ব্যক্তিগত মত প্রকাশ করবার স্বাধীনতা অবশ্যই আছে। এতে অপরাধের কিছু নেই। বরং সবচেয়ে অপরাধজনক এবং হতাশপূর্ণ ঘটনা হলো, উত্তর আমেরিকার একজন স্বনামধন্যা জনপ্রিয় সঙ্গিত শিল্পীকে সিডনীতে আমন্ত্রণ জানিয়ে তাঁকে অহেতুক বাকচাতুর্য্যের পারদর্শীতায় শিশু ভোলানোর মতো একঝলক আশার আলো দেখিয়ে অবলীলায় তাঁকে একাধিকার প্রতারিত করা, সিডনীস্থ বাঙালি সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত এবং সম্মানীয় কোনো ব্যক্তিবর্গেরই শোভনীয় নয়। এটি অত্যন্ত নিন্দাজনক এবং অমানবিক আচরণ। এতে শিল্পীর মানহানী হয়। শিল্পীকে অবমাননা করা হয়। তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যে তাঁর প্রতিভাকে পদদলিত করা হয়। আর যিনি প্রতারিত হয়েছেন, তিনি কোনো মামুলি শিল্পী নন। রীতিমতো সঙ্গিত বিশেষজ্ঞের কাছ থেকে যথাযথ প্রশিক্ষণ নেওয়া এবং ডিগ্রী প্রাপ্তী উত্তর আমেরিকার একজন স্বনামধন্যা জনপ্রিয় সঙ্গিত শিল্পী। যিনি টরোন্ট সহ সমগ্র কানাডা ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন শহরে অত্যন্ত সাবলীলভাবে বাংলা ও হিন্দিতে বিভিন্ন ধরণের সঙ্গিত পরিবেশন করে থাকেন। আর যিনি প্রতারণার শিকার হয়েছেন, তিনি অন্য কেউই নয়, লেখিকা স্বয়ং নিজে।

সিডনীবাসী প্রিয় পাঠকগণ, আমার ধারণা, আপনাদের কাছে লেখিকা হিসেবে আমার একটা পরিচিতি আছে। কিন্তু আপনাদের অনেকেরই অবগত নয় যে, লেখালেখির পাশাপাশি আমি মূলতঃ একজন সঙ্গিত শিল্পী। এবং আমি গত ১৯৯৯ খৃষ্টাব্দ থেকে সঙ্গিতকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছি। কাজেই দায়িত্বহীনতায় ও হীনমন্যতায় যারা এধরণের প্রতারণামূলক কার্যকলাপে লিপ্ত হয়েছেন, তাদের কাছে আমার বিশেষভাবে বিনীত অনুরোধ যে, ভবিষ্যতে কোনো শিল্পীকে সঙ্গিত পরিবেশন করবার আমন্ত্রণ জানিয়ে তাঁকে অহেকুত প্রতারণা করবেন না। এ বিষয়ে আপনারা যদি এতটুকু গুরুত্ব দিয়ে থাকেন, তবে যথাসাধ্য দায়িত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়ে শিল্পীদের সসম্মানে পূর্ণমর্যাদায় আহ্বান জানাবেন, এটাই কামনা করি।

টরোন্ট, ২৯ শে জুলাই, ২০০৯, Email # rani_guddi@hotmail.com

বেদনা ও ক্ষোভ মিশ্রিত লেখাটি যেভাবে হাতে এলো আমরা হুবাহু সেভাবেই আর্ন্তজালে পাঠকদের জন্যে ভাসিয়ে দিলাম। কর্ণফুলীর সাইলোতে গচ্ছিত লেখিকার কিছু লেখা দেখতে এখানে টোকা মারুন। ধন্যবাদ

- - - প্রধান সম্পাদক